স্থানীয়করণের আন্তর্জাতিক প্রতিজ্ঞাসমূহ অনুসরণ করে স্থানীয় এনজিও/সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও)-দের শক্তিশালীকরণ ও তাদের কাছে নেতৃত্ব হস্তান্তরের পথ নির্দেশনা ঘোষণা করুন এবং মানবিক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা দিন

১. প্রতি বছর জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বব্যাপী ১৯ আগস্ট বিশ্ব মানবিকতা দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশেও গত বছর থেকে মানবিক এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এই দিবসটি পালন করে আসছে। আমরা এ বছরের প্রতিপাদ্য হিসেবে উপরোক্ত আহ্বানটি বেছে নিয়েছি।

২. কার্যত ২০১৪-২০১৬ অবধি বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট (World Humanitarian Summit) আলোচনা এবং এর ফল স্বরূপ গ্রান্ড বারগেইন কমিটমেন্ট প্রণীত হয়, যা ২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তানবুলে দাতা রাষ্ট্র, জাতিসংঘের বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ স্বাক্ষর করে। এর আগে, এই বিষয়ে আলোচনা চলার সময়েই আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ ২০১৫ সালে চার্টার ফর চেঞ্জ- সনদে স্বাক্ষর করে। উক্ত প্রতিজ্ঞাসমূহের মূল একটি প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্থানীয়করণ (Localization). আর এই স্থানীয়করণের মূল বিষয়গুলো হলো:

- স্থানীয় সংগঠনগুলোকে নেতৃত্বে নিয়ে আসা
- স্থানীয়ভাবে, তথা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধতার সুযোগ রাখা
- আর্থিক লেনদেনসহ সকল কাজে পূর্ণ স্বচ্ছতার সুযোগ রাখা
- চাহিদা নিরূপনসহ মনিটরিং ও রিপোর্টিং-এ সকল সংস্থা নিবিশেষে সম্পৃক্ত করা এবং সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা
- দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে স্থানীয় সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য তহবিল প্রদানের প্রতিশ্রুতি রাখা এবং ক্রমাগতভাবে ব্যবস্থাপনা খরচ (Transactional cost) কমিয়ে আনার চেষ্টা করা

৩. গ্রান্ড বারগেন কমিটমেন্ট-এ ১০টি ধারা রয়েছে, (সেগুলো হলো: অধিকতর স্বচ্ছতা, জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান, নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা, নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা, যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন, অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা, প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা)। এসব প্রতিশ্রুতির আবার ৫১টি নির্দেশকও আছে।

৪. বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং দেশীয় এনজিও চার্টার ফর চেঞ্জ নামের আরেকটি দলিলে স্বাক্ষর করেছে, বা স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দলিলে মূলত আটটি অঙ্গিকার করা হয়েছে:

ক. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত দক্ষিণের এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা
খ. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা
গ. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা
ঘ. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা
ঙ. দেশীয় সংস্থা ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া
চ. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় নিরুৎসাহিত করা
ছ. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি
জ. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রচার করা।

১৫ জুলাই ২০১৮, এবং একজন ত্রাণকর্মীর মৃত্যু!

আরকান রোডের টেকনাফ অংশ, আগে এখানে প্রতি ১৫ মিনিটে ১টির মতো গাড়ি চলতো, এখন প্রতি মিনিটে চলে প্রায় ১৫টি গাড়ি! ত্রাণবাহী বিভিন্ন ভারি যানবাহনও এখন নিয়মিত চলাচল করে। এমনই একটি বাঁশবাহী গাড়ি গত ১৫ জুলাই উল্টে যায় এখানে, গাড়িতে থাকা বাঁশগুলো গিয়ে পড়ে পাশে থাকা ব্যাটারিচালিত কয়েকটি টমটমের। একটি টমটমে ছিলেন রোজিনা আক্তার, মুক্তি কক্সবাজার নামের একটি সংগঠনের একজন কর্মী। ২০ মাস ধরে তিনি মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ইউনিসেফের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পে মাঠ সংগঠক হিসেবে কাজ করছিলেন। উক্ত দুর্ঘটনায় রোজিনাসহ মারা যান ৪ জন। কোলে থাকা ৩০ মাস বয়সী সন্তানকে বাঁচাতে তাঁকে ছুড়ে বাইরে ফেলে দেন রোজিনা, বেঁচে যায় তাঁর সন্তান। রোজিনা ছিলেন উখিয়া বালুখালির বাসিন্দা, তাঁর স্বামীর নাম মঞ্জুর আলম। রোজিনা সম্পর্কে মুক্তি কক্সবাজারের নির্বাহী কর্মকর্তা বিমল চন্দ্র সরকার বলেন যে, রোজিনা একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন।

৫. মূলত এই ধরনের আলোচনা তথা স্থানীয় সংগঠনগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে পৃথিবী ব্যাপী আলোচনা করে ২০০৭ সালে প্রতিজ্ঞা করে Principle of Partnership তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে মূল বিষয়গুলো ছিল– **সমতা, স্বচ্ছতা, ফলাফলভিত্তিক, কাজ করা, দায়িত্বগ্রহণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা**। দুর্ভাগ্যবশত এই নীতিমালার আর কোন ফলো–আপ হয়নি।

৬. উপরোক্ত গ্রান্ড বারগেইন ও চার্টার ফর চেঞ্জের আলোকে আমরা বাংলাদেশী স্থানীয় এনজিওরা ২০১৭ সালে প্রায় ৬ মাস ধরে ১৮টি প্রস্তাবনা তৈরি করে, যা ১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে একটি সেমিনারের মাধ্যমে জাতিসংঘ অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমাদের বিবৃতির পরিশিষ্ট হিসেবে তার একটি সংক্ষিপ্তসার এর সঙ্গে দেওয়া হলো।

একই ভাবে রোহিঙ্গা ত্রাণ কার্যক্রমেও স্থানীয়করণ কিভাবে করা হবে, সেই বিষয়ে আমরা এবং আমাদের জোট কক্সবাজার সিএসও–এনজিও ফোরাম সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে প্রচারাভিযান চালিয়ে আসছে। প্রত্যাশাগুলো সবার সামনে তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে ১০টি প্রত্যাশা এই বিবৃতির পরিশিষ্ট হিসেবে দেওয়া হলো।

৭. উপরোক্ত প্রত্যাশাগুলোর আলোকে আজকের এই দিনে আমাদের দাবিগুলো নিম্নরূপ:

(ক) জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে গ্রান্ড বারগেইন এবং চার্টার ফর চেঞ্জের আলোকে তাদের কার্যক্রম বিশেষ করে, রোহিঙ্গা ত্রাণ কার্যক্রমে কিভাবে স্থানীয়করণ করা হবে তার একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

(খ) জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিও/সিএসওগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে যাতে সার্বভৌম ও জবাবদিহিতাপূর্ণ সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

(গ) জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে স্থানীয় এনজিওদের থেকে অনৈতিকভাবে কর্মী হরণ বন্ধ করতে হবে। কারণ স্থানীয় এনজিওগুলো এদেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কাজ করে। সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট বেতন ও সুযোগ সুবিধা কাঠামো তৈরির চেষ্টা করতে হবে। স্থানীয় সংগঠনগুলো থেকে কর্মী নিলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ঘ) সম্প্রতি কক্সবাজারে ত্রাণ কার্যক্রমে যাতায়াতের সময় মুক্তি নামের একটি এনজিওর একজন মহিলা কর্মী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। ত্রাণ কার্যক্রমে দাতা সংস্থার বিদেশী এবং তাদের কর্মীদের দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার মতো পার্টনার স্থানীয় সংস্থার কর্মীদের জন্যও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

WORLD HUMANITARIAN DAY

CCNF Cox's Bazar CSO-NGO Forum

Bangladeshi NGOs for WHS

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Coastal Association for Social Transformation Trust
Special Consultative Status with UN ECOSOC

সচিবালয়

কোস্ট ট্রাস্ট। কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়: ৭৫ লাইট হাউস রোড, কলাতলি, কক্সবাজার
প্রধান কার্যালয়: বাড়ি ১৩, সড়ক ৩২, শ্যামলী, ঢাকা। ওয়েবসাইট: www.cxb-cso-ngo.org